# রবীন্দ্রনাথ
# চির-নূতনেরে দিল ডাক

# রবীন্দ্রনাথ
# চির-নূতনেরে দিল ডাক

আব্দুর রউফ চৌধুরী



আদিত্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৪২৭ অক্টোবর ২০২০

প্রকাশক
কাকলি বেগম
**আদিত্য প্রকাশ**
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯০৬৭৮৬০৪, ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

**একমাত্র পরিবেশক**
**অনিন্দ্য প্রকাশ**
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

**মূল্য : ৭০০.০০ টাকা**

---

**Rabindranath : Ciro-nutonere dilo daak (A collection of Essays)** by
**Abdur Rouf Choudhury**
Published by Kakoli Begum

**Adittya Prokash**
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 90678604, 01919664970
e-mail : adittya.prokash@gmail.com

**Only Distributor**
**Anindya Prokash**
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970

First Published : October 2020

Price : 700.00
US $ 25

ISBN 978 984 94901 8 0

**ঘরে বসে আদিত্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন**
http://rokomari.com/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪



http://journeybybook.com/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উ ৎ স র্গ

রত্নগর্ভা শিরীণ চৌধুরী

# সূচি


| | | |
|---|---|---|
| **অনুক্রমণিকা** | রবীন্দ্রজীবনী | **১১** |
| | রবীন্দ্রসাহিত্য | **৪০** |
| **পঁচিশে বৈশাখ** | নদী | **৬৪** |
| | মাটি | **৬৯** |
| | কীট | **৭২** |
| | মানুষ | **৭৪** |
| | পল্লিবাংলা | **৮২** |
| | একতারা | **৯৩** |
| | রমণীর মন | **১১০** |
| **ভগবৎসন্ধান** | নবজাগরণ | **১৩৮** |
| | উপসংহার জীবনদেবতা | **১৯০** |
| **বিশ্বভ্রমণ ও বিশ্ববাসী** | ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র | **২০২** |
| | এশিয়া | **২০৯** |
| | সোভিয়েত ইউনিয়ন | **২১১** |
| | উপসংহার : পাশ্চাত্য সাহিত্য | **২১৪** |
| **রাজা ও রাজনীতি** | স্বদেশভাবনা | **২২৮** |
| | ভারতপথিক | **২৫০** |
| | আন্তর্জাতিক-ভাবনা | **২৫৯** |
| **নৃত্যের তালে তালে** | সুরপ্রকৃতি | **২৭২** |
| | বিশ্বপ্রকৃতি | **২৯০** |
| | মানবপ্রকৃতি | **৩০৬** |
| | উপসংহার | **৩৪৪** |
| **সংগীতের জগৎ** | পূজা | **৩৫১** |
| | স্বদেশ | **৩৫৩** |
| | প্রেম | **৩৫৫** |
| | প্রকৃতি | **৩৫৬** |
| | ভাঙাগান | **৩৬২** |
| | রাগভিত্তিক সংগীত | **৩৭২** |
| | লোকসংগীত | **৩৭৮** |
| | উপসংহার | **৩৮১** |

# রবীন্দ্রনাথ
# চির-নূতনেরে দিল ডাক

আব্দুর রউফ চৌধুরী

আংশিক প্রকাশিত
বিভিন্ন দেশিবিদেশি পত্রপত্রিকায়
আর
অপ্রকাশিত অংশ
লেখকের কনিষ্ঠপুত্রের সঙ্গে
পত্রালাপ (১৯৯০–১৯৯৫)

# অনুক্রমণিকা

## রবীন্দ্রজীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) ছিলেন অগ্রণী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটোগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, নৃত্যশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তিনি বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথকে ‘গুরুদেব’, ‘কবিগুরু’ ও ‘বিশ্বকবি’ অভিধায় ভূষিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ৫৬টি কাব্যগ্রন্থ (গান ও কাব্যনাট্য ছাড়া), ৩৮টি নাটক, ১২টি কাব্যনাট্য ও নৃত্যনাট্য, ১৩টি উপন্যাস[১], ৩৯টি প্রবন্ধ[২], নয়টি ভ্রমণকাহিনি[৩], তিনটি আত্মজীবনী[৪] গদ্য ও পদ্য মিলিয়ে নয়টি শিশুসাহিত্য[৫] তাঁর জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। তাঁর ১৫৩টি ছোটোগল্প ‘গল্পগুচ্ছ’ (৯১টি), ‘সে’, ‘গল্পসল্প’, ‘তিনসঙ্গী’ ও ‘লিপিকা’-এ এবং ১৯১৫টি গান ‘গীতবিতান’ (তিন খণ্ড), প্রায় ৫৮৫টি গান ‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতিমাল্য’ ও ‘গীতালি’তে অন্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনাসমূহ দ্বাত্রিংশ খণ্ডে ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’তে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাছাড়া পত্রসাহিত্য ১৭ খণ্ডে পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি প্রায় দুই হাজার ছবি এঁকেছেন, দুই

১ *বৌ-ঠাকুরানীর হাট*, *রাজর্ষি*, *চোখের বালি*, *নৌকাডুবি*, *গোরা*, *প্রজাপতির নির্বন্ধ*, *ঘরে-বাইরে*, *চতুরঙ্গ*, *যোগাযোগ*, *শেষের কবিতা*, *দুই বোন*, *মালঞ্চ* এবং *চার অধ্যায়*।

২ বিষয়বস্তু : দেশ, সমাজ, ইতিহাস, গ্রামোন্নয়ন, সাহিত্য, সংগীত, শিল্প, ভাষা, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, ভ্রমণ ইত্যাদি।

৩ *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র*, *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী*, *জাপানযাত্রী*, *পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী*, *জাভা-যাত্রীর পত্র*, *রাশিয়ার চিঠি*, *পারস্যে*, *পথে ও পথের প্রান্তে* এবং *পথের সঞ্চয়*।

৪ *জীবনস্মৃতি*, *ছেলেবেলা* ও *আত্মপরিচয়*।

৫ *মুকুট*, *শিশু*, *শিশু ভোলানাথ*, *খাপছাড়া*, *সে*, *ছড়ার ছবি*, *বিশ্বপরিচয়*, *গল্পসল্প*, *চিত্র-বিচিত্র*।



খণ্ডে[৬] প্রকাশিত। ইউরোপ-আমেরিকায় তাঁর চিত্রকলার প্রদর্শনী তাঁকে আধুনিক চিত্রশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। রবীন্দ্রনাথের রচনা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিতও হয়। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি এক বটবৃক্ষপ্রতিম। বাংলা ভাষার সুবৃহৎ ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর সম্মোহনী উপস্থিতি বাঙালিকে করে বিমুগ্ধ। তাঁর কবিতা, উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, সংগীত সবকিছুই ব্যাপকভাবে বৃহত্তর বাংলাঞ্চলের (প্রাচ্য-অঞ্চলের) আকাশে-বাতাসে প্রতিদিন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সংগীত ও নৃত্যকে তিনি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে মনে করেন। রবীন্দ্রসংগীত তাঁর অন্যতম কীর্তি। তাঁর রচিত ‘আমার সোনার বাংলা’ ও ‘জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে’ গানদুটি যথাক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও ভারত প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীত। তাছাড়া তাঁর গানের ওপর ভিত্তি করে শ্রীলঙ্কার জাতীয় সংগীতও রচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ৭ই মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে (২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে) ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী কলকাতার জোড়াসাঁকোর ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের এক বিত্তশীল, সংস্কৃতিবান, পিরালী ব্রাহ্মণ (ঠাকুর) পরিবারে। জোড়াসাঁকো ছিল সেই যুগে *ব্ল্যাক টাউন*[৭]-নামে পরিচিত উত্তর কলকাতার *চিৎপুর রোড*[৮]-এর সন্নিকটে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির আশেপাশের অঞ্চলগুলো সেই সময় ছিল দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চল এবং শহরের দেহব্যবসার একটি কেন্দ্রস্থল। রবীন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭–১৯০৫) এবং মাতার নাম সারদা দেবী (১৮৩০–১৮৭৫)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সমাজসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের স্নেহপাত্র। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন তাঁর প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের প্রধান সংগঠক ও অনুশাসনকর্তা। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই হয়ে ওঠেন ব্রাহ্মসমাজের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর অনুগামীরা তাঁকে *মহর্ষি* অভিধায় ভূষিত করে। আমৃত্যু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা। অস্পৃশ্যতা প্রথার কারণে কেবল পূর্ব-বাংলার যশোর-খুলনার পিরালী ব্রাহ্মণ কন্যাবৃন্দই ঠাকুরপরিবারে বধূ হয়ে আসেন।

৬ *Chitralipi* এবং *Drawings and Paintings of Rabindranath Tagore*.

৭ বাঙালি অধ্যুষিত নগরাঞ্চল; ইউরোপীয়দের আবাসস্থল ছিল দক্ষিণ কলকাতার ‘হোয়াইট টাউন’।

৮ বর্তমান রবীন্দ্রসরণি।

রবীন্দ্রনাথের পরিবার ছিল বৈদিক, মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য— এই ত্রয়ী সংস্কৃতির সম্মিলিত স্রোতোধারার ফসল। জগন্নাথ কুশারী ছিলেন এই পরিবারের আদিপুরুষ। তিনি কামাল খাঁ (কামদেব) এবং জামাল খাঁ (জয়দেব)-র ভাইঝি (শুকদেব রায় চৌধুরী কন্যা)-র সঙ্গে বিবাহবন্ধনে পিরালীসমাজভুক্ত হন। এই বিবাহবন্ধনের পর তিনি দক্ষিণডিহির শ্বশুরালয়ে বসবাস শুরু করেন। তারপর তিনি খুলনা জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামের উত্তরপাড়ায় নিবাস স্থাপন করেন। জগন্নাথ কুশারীর দ্বিতীয় পুত্র পুরুষোত্তম কুশারী থেকে এই বংশের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। পুরুষোত্তম কুশারীর প্রপৌত্র রামানন্দ কুশারীর দুই পুত্র মহেশ্বর কুশারী ও শুকদেব কুশারী কলকাতার দক্ষিণে, গোবিন্দপুরে বসবাস শুরু করেন। তাঁদেরই বংশধর পঞ্চানন কুশারী ইংরেজ বণিকদের জাহাজের মালপত্র ওঠানো-নামানো ও খাদ্যপানীয় সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সেই সময় থেকেই ইংরেজ বণিকদের কাগজপত্রে *কুশারী* পদবির পরিবর্তে *ঠাকুর* পদবি চালু হয়। পঞ্চানন কুশারী (ঠাকুর)-এর দুই পুত্র জয়রাম ঠাকুর ও রামসন্তোষ ঠাকুর ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দে আমিনপদে নিযুক্ত হন। সেই থেকে খুলনায় তাঁদের পৈতৃক ভিটে *আমিনের ভিটা*-নামে খ্যাতিলাভ করে। জয়রাম ঠাকুরের ছিলেন তিন পুত্র— নীলমণি ঠাকুর, দর্পনারায়ণ ঠাকুর ও গোবিন্দরাম ঠাকুর। তাঁরাই ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার পাথুরিয়াঘাটায় বসবাস শুরু করেন। নীলমণি ঠাকুর ও দর্পনারায়ণ ঠাকুর ইংরেজদের কাছ থেকে জমিদারি ক্রয় করে *জমিদার* হন। নীলমণি ঠাকুর জোড়াবাগানের বৈষ্ণবচরণ শেঠের কাছ থেকে জোড়াসাঁকোর বাড়ির একবিঘা জমির ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে নীলমণি ঠাকুর তাঁর তিন পুত্র ও এক কন্যা— রামলোচন ঠাকুর, রামমণি ঠাকুর, রামবল্লভ ঠাকুর, কমলমণি দেবীকে নিয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। রামমণি ঠাকুরের পুত্র ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথ ঠাকুর নাটোরের ঋষিকল্প জমিদার রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের সংসার-ঔদাসীন্যের ফলে তাঁর সম্পত্তি নিলামে তুলে কিনে নেন। ফলে উত্তরবঙ্গে ঠাকুরপরিবারের বিস্তর জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রাহ্মধর্মগুরু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পত্নী সারদাসুন্দরী দেবীর পঞ্চদশ সন্তানের জন্ম দেন। প্রথম কন্যাসন্তান অকালেই মৃত্যুবরণ করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০–১৯২৬), দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২–১৯২৩), তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৪–১৮৮৪),



চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৫–১৯১৫), পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯–১৯২৫), ষষ্ঠ পুত্র পুর্ণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৫১–১৮৫৭), সপ্তম পুত্র সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৫৯–১৯২৩), অষ্টম পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১)। জ্যেষ্ঠ কন্যা সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭–১৯২০), দ্বিতীয় কন্যা সুকুমারী দেবী (১৮৫০–১৮৬৪), তৃতীয় কন্যা শরৎকুমারী দেবী (১৮৫৪–১৯২০), চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬–১৯৩২), পঞ্চম কন্যা বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭–১৯৪৮)।

ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যপত্রিকা, সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠানের এক চমৎকার পরিবেশে প্রতিপালিত হন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার ছিল সেই যুগের বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পোৎসাহী সমাজের এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন দার্শনিক ও কবি। তাঁর মেজো ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অভিজাত ও শ্বেতাঙ্গপ্রধান ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য। নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন প্রতিভাবান সংগীতস্রষ্টা ও নাট্যকার। তাঁর দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন একজন ঔপন্যাসিক। বালকররীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর তাঁদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের থেকে বয়সে বড়ো। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু এবং তাঁর রচনার একজন অনুপ্রেরণাকারী। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর অনেক পরও রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনকে শান্ত করে রাখতে পারেননি। তাঁর সাহিত্যে এই মৃত্যু চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে।

জীবনের প্রথম দশ বছর, পিতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাননি রবীন্দ্রনাথ। একদিকে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তর-ভারত, ইংল্যান্ড ও বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণে ব্যস্ত ছিলেন; আর অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হন। একমাত্র বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা ব্যতীত বাড়ির বাইরে যাওয়া তাঁর জন্য নিষিদ্ধ ছিল। ফলত, বাইরের জগৎ ও প্রকৃতির সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকেন বালক রবীন্দ্রনাথ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের সন্তান হয়েও পিতামাতার সান্নিধ্য থেকে দূরে— ভৃত্য ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের শাসনে ও অধীনে— রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা অতিবাহিত হয়। তাঁর নিজের ভাষায়,

এই সময়টা ছিল *ভৃত্যরাজক তন্ত্র*[৯]। ফলে তাঁর ছেলেবেলা অব্যাহত হয় একপ্রকার অনাদরের মধ্য দিয়ে।

> বাহির বাড়িতে দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত। [...] জানালার নীচেই একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটি চীনা বট—দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী। গণ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। [...] পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত।[১০]

চীনা বটকে উদ্দেশ করে একদিন রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন :

> নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
> ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।[১১]

পুকুরের স্মৃতি নিয়ে লিখেছেন :

> পুলকিত সাবধানে/ নামিতাম স্নানে,
> গোপন তরল কোন্ অদৃশ্যের স্পর্শ সর্ব গায়ে
> ধরিত জড়ায়ে।/ হর্ষ-সাথে মিলি ভয়
> দেহময়/ রহস্য ফেলিত ব্যাপ্ত করি।[১২]

বাড়ির বাইরে যাওয়া তাঁর জন্য বারণ ছিল। বাড়ির ভেতরেও সর্বত্র যেমনি খুশি তেমনি যাওয়া-আসার নিয়ম ছিল না। সেজন্য তিনি বিশ্বপ্রকৃতিকে *আড়াল-আবডাল*[১৩] থেকে পর্যবেক্ষণ করেন। দরজা-জানালার নানা ফাঁকফোকর দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির রূপশব্দগন্ধ উপভোগ করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কাছে বাড়ির ভেতরের বাগান ছিল যেন স্বর্গ।

> শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ

৯ *জীবনস্মৃতি*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১০ *জীবনস্মৃতি*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১১ *পুরোনো বট*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১২ *জল*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৩ *জীবনস্মৃতি*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



> নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পুব দিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।[১৪]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা আরম্ভ হয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধীনে। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ শারীরিকভাবে সুস্থ-সবল ও বলবান ছিলেন। তিনি গঙ্গায় সাঁতার কাটতেন, পাহাড়ি রাস্তায় হেঁটে বেড়াতেন। এমনকি বাড়িতে জুডো ও কুস্তি অনুশীলন করতেন। বাংলা ভাষার শৈলী, অঙ্কন, ইংরেজি ভাষা, ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, গণিত ও সংস্কৃত চর্চা করেন গৃহে ও বিদ্যালয়ে। অবশ্য বিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা শিক্ষাব্যবস্থা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। শৈশবে কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল অ্যাকাডেমি ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেন রবীন্দ্রনাথ।

> শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বাড়িতে আমাদের পড়াইতেন। [...] ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লেংটি পরিয়া প্রথমেই এককানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তারপর [...] পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধ কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত। [...] রবিবার সকালে বিষ্ণুর[১৫] কাছে গান শিখিতে হইত। [...] সীতানাথ দত্ত মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। [...] বাংলাশিক্ষা যখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে তখন আমরা ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। [...] প্যারি সরকারের প্রথম দ্বিতীয় ইংরেজি পাঠ কোনোমতে শেষ করিতেই আমাদিগকে মকলকস কোর্স অফ রীডিং শ্রেণীর একখানা পুস্তক ধরানো হইল।[১৬]

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণহীন বিদ্যার আয়োজনে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা বন্ধ করে দেন। তখন বাড়িতেই গৃহশিক্ষক রেখে তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা করা হয়। আট বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনা শুরু করেন। তাঁর এক ভ্রাতা তাঁকে এবং বাড়ির অন্য সকলকে কবিতা পড়ে শোনান। রবীন্দ্রনাথ ভালো শ্রোতা ছিলেন। শৈশবে একবার জোড়াসাঁকোর বাইরে যাওয়ার সুযোগ পান রবীন্দ্রনাথ। আশুতোষ দেবের গঙ্গার তীরভূমি পেনেটির বাগানবাড়িতে

১৪ *জীবনস্মৃতি*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৫ বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী।
১৬ *জীবনস্মৃতি*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ডেঙ্গুজ্বরের তাড়নায় ঠাকুরপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করে।

> এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটাকয়েক পেয়ারাগাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারাবনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে। পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ার-ভাঁটার আসা-যাওয়া, সেই কত রকম-রকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারাগাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিতপ্লাবন। এক-একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে; ওপারের গাছগুলি কালো; নদীর উপর কালো ছায়া; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায়গ্রহণ করে; নদী ফুলিয়া উঠে এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলার মধ্যে যা-খুশি তাই করিয়া বেড়ায়।
>
> কড়ি-বরগা দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিসকেই আর-একবার নূতন করিয়া জানিতে গিয়া, পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল। সকালবেলায় এখোগুড় দিয়া যে বাসি লুচি খাইতাম, নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ইন্দ্র যে-অমৃত খাইয়া থাকেন তাহার সঙ্গে তার স্বাদের বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। কারণ, অমৃত জিনিসটা রসের মধ্যে নাই, রসবোধের মধ্যেই আছে— এইজন্য যাহারা সেটাকে খোঁজে তাহারা সেটাকে পায়ই না।[১৭]

এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ মুক্ত প্রকৃতির সংস্পর্শে আসেন। রবীন্দ্রনাথ এমন এক পরিবেশে বেড়ে ওঠেন যেখানে সংস্কৃতি ও বৈদিক সাহিত্যের পাশাপাশি পারসিসাহিত্য ও ইসলামিক ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশাল জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হন। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সংশ্লেষণে ভিন্ন ধারা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এই ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রশ্নাতীত। তবে তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গি নাছোড়বান্দার ন্যায় প্রবল ছিল না। তিনি কোনো উপদলের সমর্থক ছিলেন না।

১৭ *জীবনস্মৃতি*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর আরবি ও পারসি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে, তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশভ্রমণেই নিযুক্ত ছিলেন, মাঝেমধ্যে বাড়ি আসতেন। কিন্তু তিনি যখন বাড়িতে আসেন তখন সমস্ত বাড়ি তাঁর প্রভাবে গমগম করে। সকলেই সাবধানে চলাফেরা করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংকলনেই রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার অনুযায়ী মস্তক মুণ্ডন করে উপবীত ধারণ করেন রবীন্দ্রনাথ।